যজ্ঞ কী ?

=> যজ্ঞ (যজ্ + ন) আর্যজাতির প্রধান বৈদিক অনুষ্ঠান। দেবতার উদ্দেশ্যে কোন দ্রব্য দান করার নাম যজ্ঞ। দেবতাদের প্রসন্নতা-লাভের জন্য ঋষিরা যজ্ঞানুষ্ঠান করতেন। যজ্ঞে কোন দ্রব্য ত্যাগ করার নাম আহুতি। যে দ্রব্য ত্যাগ করা হয় তার নাম হব্য। যার নিমিত্তে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় তাকে বলা হয় যজমান। যিনি যজ্ঞকর্ম সম্পাদন করেন তাঁকে বলা হয় যাজক বা ঋত্বিক। একমাত্র ব্রাহ্মণেরাই যাজক বা ঋত্বিক হতে পারেন।

বৈদিক ধর্মের আনুষ্ঠানিক দিকটি ছিল যজ্ঞকেন্দ্রিক। এই জন্য বৈদিক ধর্মকে যজ্ঞধর্মও বলা হয়। বৈদিক যুগে পূজা-অর্চনার প্রচলন ছিল না। যজ্ঞই ছিল প্রধান অনুষ্ঠান। শত্রুর ক্ষয়, যুদ্ধে জয়, সম্পদ বা সমৃদ্ধিলাভে, আরোগ্য লাভে বা স্বর্গপ্রাপ্তি যে কোনো লাভের জন্যই দেবতাদের উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়া হত। সাধারণত অগ্নিদেবে আহুতি দেওয়া হত। আহুতিতে দেওয়া হব্য পদার্থ অগ্নিদেব অন্য দেবতাদের নিকট বহন করে নিয়ে যায়, এরূপ ধারণা ছিল। ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ ও অশ্বমেধ যজ্ঞে এই রীতির ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়।

বৈদিক যাগযজ্ঞের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :—

(i) অগ্নিবাক্য : মন্ত্রের দ্বারা দেবতাদের আহ্বান।
(ii) মন্ত্রসহযোগে আহুতির পূর্বে যজ্ঞস্থল মার্জন।
(iii) দেবতার উদ্দেশ্যে অগ্নিতে হব্যদ্রব্য প্রদান।
(iv) যজমান ও ঋত্বিকদের দ্বারা হব্যদ্রব্যের অবশিষ্ট অংশ ভক্ষণ।

বৈদিক যুগে এ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে হব্যদ্রব্যের মাধ্যমে হব্য ভক্ষণের দ্বারা অলৌকিক শক্তি অনুপ্রবিষ্ট হয়। যাজক ও ঋত্বিক যজ্ঞান্তে দক্ষিণা লাভ করতেন।

যজ্ঞের তিনটি প্রধান অঙ্গ হল দেবতা, হব্য বা নৈবেদ্য ও ঋত্বিক।

ঋষি, দেবতা, পূর্বপুরুষ, মানুষ ও অন্যান্য সমস্ত প্রাণীদের ঋণ মোচনের জন্য গৃহস্থের প্রতিদিন পাঁচটি যজ্ঞ সম্পাদন কর্তব্য। সে গুলি হল:— ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ।

ঋষিযজ্ঞকে ব্রহ্মযজ্ঞ বলা হয়, যেহেতু ব্রাহ্মণ বা বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাই ঋষিযজ্ঞ। এই যজ্ঞ সম্পাদনের মাধ্যমেই গৃহী বৈদিক মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষিদের প্রতি কর্তব্য পালন করে।

দেবযজ্ঞ সম্পাদিত হয় অগ্নিতে হোম দানের দ্বারা। এই যজ্ঞে দেবতাদের উদ্দেশ্যে কিছু দানের মাধ্যমে গৃহীর দেবঋণ মোচন কর্তব্য।

পিতৃযজ্ঞ সম্পাদিত হয় পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ বা জল দানের দ্বারা। শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানে দরিদ্র অথচ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের প্রয়োজনে অন্ন বস্ত্রাদি দানের মাধ্যমে গৃহীর পিতৃঋণ মোচন কর্তব্য।

মনুষ্যযজ্ঞ সম্পাদিত হয় অতিথি সৎকারের মাধ্যমে। সন্ন্যাসীদের আশ্রয়, ক্ষুধার্তকে অন্ন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র, ঘর হীনকে ঘর, দুঃস্থকে সেবার মাধ্যমে গৃহীর মনুষ্য ঋণ মোচন কর্তব্য। ভূতযজ্ঞ সম্পাদিত হয় মনুষ্যেতর সকল প্রাণীকে আহার্য বস্তু প্রদানের মাধ্যমে।

সুতরাং বৈদিক আদর্শ যজ্ঞ সম্পাদনের মধ্যেই শেষ হয় না, তা রূপায়িত হয় প্রকৃতি সংরক্ষণ ও প্রগতি, যে সংস্কৃতির ধারক তার সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে। সত্যনিষ্ঠা, আত্মসংযম অন্যদের প্রতি দয়া প্রভৃতি বিষয়াচরণও এই আদর্শের অন্তর্ভুক্ত।

Scanned with CamScanner